আমাদের সময়

তারিখ ... 16 AUG 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

■ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে গলা কাটা ফি আদায়

লাগাম টেনে ধরার এখনই সময়

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অলাভজনক ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানরূপে চলার কথা থাকলেও কৌশলে মালিক পক্ষ অনেকটা পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে পরিনত করেছে। নীতিমালা না থাকার সুযোগ নিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ইচ্ছামতো গলা কাটা ফি আদায় করছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। দেশের অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত আইন ও বিধিবিধান না মানার বিষয়টি উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। উচ্চশিক্ষা নিয়ে দেশে এ রকম বাণিজ্য চলার খবরে শঙ্কিত না হয়ে উপায় নেই।

ইউজিসি সূত্রে জানা গেছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ও টিউশন এবং শিক্ষকদের বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। এছাড়া ট্রান্সক্রিপ্ট, সার্টিফিকেট, প্রশংসাপত্র ইত্যাদি সরবরাহেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উচ্চ হারে ফি আদায়ের হাজার হাজার অভিযোগ আসে ইউজিসিতে। কোনো যৌক্তিক কারণ ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিবছর সব ফি বৃদ্ধি করে বলে অভিযোগ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের।

> গলা কাটা ফি আদায়ের যে অভিযোগ উঠেছে তা সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে শিক্ষার নামে লাগামহীন বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, দুই দশকের বেশি সময় ধরে দেশে একের পর এক নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার ফি-সংক্রান্ত কোনো নীতিমালা তৈরি করতে পারেনি সরকার। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি-সংক্রান্ত অভিযোগ পাওয়ার পর একটি নীতিমালা করা জরুরি উল্লেখ করে ২০১৩ সালের অক্টোবরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি সুপারিশ পাঠায় ইউজিসি। কিন্তু এ প্রস্তাবিত নীতিমালা অঙ্কুরেই থেকে গেছে দুই বছর ধরে। আর এ সুযোগ নিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ইচ্ছামতো গলা কাটা ফি আদায় করছে, যা শিক্ষা-বাণিজ্য ছাড়া কিছুই নয়। ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতার কারণেই নীতিমালাটি ফাইলবন্দি হয়ে আছে। এখন প্রশ্ন হলো কেন এই বাণিজ্য বন্ধ করা যাচ্ছে না? জ্ঞানার্জনের উপায়, পদ্ধতি ও পরিবেশ যাই হোক না কেন, অভিভাবকের যথেষ্ট পরিমাণ টাকা না থাকলে এখানকার ছাত্রত্ব অর্জন করা যায় না। উদ্বেগের বিষয় হলো, এ ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির ভূমিকা মোটেই সন্তোষজনক নয়। দেশের আর দশটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যেভাবে চলে, একই চিত্র বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের, যা কারও কাম্য হতে পারে না। চলতি বছর উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হয়েছে গত ৯ আগস্ট। ইতোমধ্যে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয়। তাই শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেন ইচ্ছামতো গলা কাটা ফি আদায় না করতে পারে, সে জন্য চলতি ভর্তি মৌসুমেই একটি স্বচ্ছ শিক্ষাবান্ধব নীতিমালা জরুরি। গলা কাটা ফি আদায়ের যে অভিযোগ উঠেছে তা সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে শিক্ষার নামে লাগামহীন বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি বিষয়টি আমলে নিয়ে দ্রুত সমাধান করবে– এমনই প্রত্যাশা সবার।